কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা
www.moa.gov.bd

বিষয় ঃ ফুল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিদেশে রপ্তানীর বিষয়ে গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়।
স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
তারিখ ও সময় ঃ ১৩ অক্টোবর ২০১৫; বেলা-১২:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **'পরিশিষ্ট-ক'** তে দেখান হলো।

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশনামতে গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে ফুল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিদেশে রপ্তানীর বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত মূলত আজকের সভা আহবান করা হয়েছে।

আলোচনা ঃ জনাব এম আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সাভার ও মানিকগঞ্জে বর্তমানে ব্যাপক গোলাপ, গ্লাডিউলাস ও জারবেরার চাষ হচ্ছে। রপ্তানি করতে হলে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) ৯০ কিলোমিটারের মধ্যে ফুল উৎপাদনের জায়গা হলে ভাল হয়, যাতে ২ ঘন্টার মধ্যে ফুল বিমান বন্দরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। তাছাড়া রোদে ফুল বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। বিমান বন্দরে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই। ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হলে টিস্যু কালচার, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার বিষয়গুলো নিশ্চিত হবে। তিনি ঝিগরগাছা এবং সাভারে ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিএসও ড. এস এম শরিফুজ্জামান বলেন, ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে একটি প্রকল্প সারপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিএআরআই, গাজীপুরে একটি পূর্নাঙ্গ-যুগোপযোগী ফুল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ঝিকরগাছায় (যশোর) একটি আঞ্চলিক ফুল গবেষণা কেন্দ্র এবং সাভার (ঢাকা), চট্টগ্রাম ও রংপুরে ০৩টি আঞ্চলিক ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে মর্মে জানান। যশোরের নতুন খয়েরতলায় একটি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে, যা ঝিকরগাছা থেকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঝিকরগাছায় ফুল গবেষণা কেন্দ্র করতে হলে নতুন করে করতে হবে। তবে খয়েরতলার কেন্দ্রটিকে আরও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ফুল সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার সোসাইটি বলেন, ফুলের চাষ যশোর থেকে শুরু হলেও বর্তমানে ২৩টি জেলায় ফুলের চাষ হচ্ছে। কীটনাশক ও সারের ব্যবহার, টিস্যু কালচার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে করার জন্য ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। এজন্য ফুলের ঐতিহ্য বিবেচনায় যশোরে একটি ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-পরিচালক, বিএডিসি বলেন, ফুলের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। বর্তমানে যশোরের ঝুমঝুমপুরের হিমারগারটি কার্যকরী নেই। এ প্রসঙ্গে বিএআরসি'র পিএসও (শস্য) ড. মোঃ আব্দুছ ছালাম বলেন, ফুল সংরক্ষণের জন্য এ হিমাগারটি পুনঃপ্রস্তুত করে ব্যবহার উপযোগী করলে ফুল রাখা সম্ভব হবে। জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার সোসাইটি বলেন, ঝুমঝুমপুর জায়গাটি যশোর সদরেই অবস্থিত, যা বিমান বন্দর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। বীজ এবং আলু সাধারনভাবেই সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া গ্লাডিউলাস এর বীজ উক্ত হিমাগারে রাখা যাবে। ফুল ও ফুলের বীজ সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুলিং স্টেশন দরকার। বর্তমানে ঝুমঝুমপুরে যে হিমারগারটি রয়েছে তার ধারনক্ষমতা খুবই অল্প। ফলে অতি বৃষ্টিতে সংরক্ষণের অভাবে অনেক ফুল নষ্ট হয়। বর্তমানে সবজি সংরক্ষণের একটি গাইডলাইন আছে, ফুল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেই গাইডলাইন সংশোধন করলে কৃষকরা উপকৃত হবে। জনাব এম আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন একেক ফুলের একেক তাপমাত্রার বিষয়টি উল্লেখ করে যশোরে একটি কুলিং স্টেশন স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরস্থ বিএডিসির হিমারগারটির ০৪টি চেম্বারের ০৪টিই নষ্ট। তাছাড়া আদ্রতা নিয়ন্ত্রনেরও সমস্যা রয়েছে।

জনাব এম আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন বলেন, ফুল ব্যবসায়িদের জন্য কোন Whole Sell Centre নেই। ঢাকার শাহবাগে ২/১ টি জায়গায় আলাদাভাবে আছে। গাবতলীর বিজিবি মার্কেটটিতে বেশিরভাগ দোকানই খালি আছে। এ জায়গায় ফুলের Whole Sell Centre করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ বলেন, বিজিবির মার্কেটটির মোট আয়তন ৩ একর। যেখানে ৩০৬ বর্গফুটের ৩০১টি ঘর আছে। উক্ত মার্কেটটি বিজিবি লীজ নিয়েছে এবং ১০ বছরের জন্য সাব লীজ দিয়েছে। সেখানে সবজি ও মাছ বিক্রি করা হয়। প্রতিটি ঘরে ১৫০০ টাকা মাসিক ভাড়া আদায় করা হয়।

সভার সভাপতি বলেন, ঝুমঝুমপুরের (যশোর) হিমাগারটিতে শুধুমাত্র বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া তিনি ঝিকরগাছা এলাকায় একটি আলাদা কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরস্থ বিএডিসির হিমারগারটি অচিরেই পরিদর্শন করা হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, গাবতলীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মার্কেটে ফুলের Whole Sell Centre করা যায়। জায়গার ব্যাপকতা বিবেচনায় ফুলের একটি Whole Sell Centre স্থাপনের বিষয়ে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার সোসাইটি বলেন, এসএমই'দেরকে ১৩% সুদে ঋণ দেয়া হয়। যেসব অঞ্চলে ফুলের চাষ হচ্ছে সেসব অঞ্চলের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফুল চাষীদের কৃষি ভিত্তিক ঋণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। জনাব এম আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন বলেন, কিছু চাষী খোলা জায়গায় এবং কিছু চাষী বদ্ধ জায়গায় ফুল চাষ করে। এ বিষয়ে তিনি বদ্ধ জায়গার ফুল চাষীদের Incentive এবং খোলা জায়গার চাষীদের Loan প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি বলেন প্রণোদনা ব্যতীত রপ্তানীমূল্য উঠবে না। ভারত আন্তর্জাতিক বাজারে কম মূল্যে ফুল রপ্তানী করে। ২০% হারে প্রণোদনা দিলে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা সম্ভব।

জনাব মিটুল কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বলেন, যানবাহন খরচ, প্যাকেজিং খরচসহ ফুল রপ্তানীতে অনেক খরচ আসে। এছাড়া ফুল রপ্তানী প্রক্রিয়াটি দ্রুত করতে হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এর মাধ্যমে জাপানে ফুল রপ্তানী করা হয়েছে। তিনি ফুল রপ্তানী জোন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব সুনীল চন্দ্র ধর, পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা বলেন, হর্টিকালচার উইং এর আওতায় পরিচালিত মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটসহ মোট ১৭টি সেন্টারে মাশরুম টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি আছে, এই ল্যাবরেটরিসমূহে গ্রোথ রুম, লাইট সমৃদ্ধ র‍্যাক, গ্রোথ মিডিয়া ও অ্যাপারেটাসসহ কিছু সুবিধাদি সংযোজন করলে ফুল ও মাশরুম উভয় এর টিস্যু কালচার এক সাথেই করা সম্ভব। দক্ষ জনবল তৈরীতে কারিগরী বিষয়ে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য সমন্বিত ভাবে অর্থের সংস্থান (প্রকল্প বা কর্মসূচি আকারে) করতে পারলে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে ফুলের চারা উৎপাদন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, এনএটিপি (২য় পর্যায়) প্রকল্পে কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ ও খয়েরতলা, যশোহর সেন্টারে ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি করার প্রস্তাবনা আছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিএসও ড. এস এম শরিফুজ্জামান বলেন, হর্টিকালচার গবেষণা কেন্দ্র তৈরির সময় একটি টিস্যু কালচার ল্যাব তৈরি করা হয় যা আপাততঃ চালু নেই। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় টিস্যু কালচার ল্যাবটি বর্তমানে চালু আছে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ফুলের একটি Whole Sell Centre স্থাপনের বিষয়ে কুলিং চেম্বারসহ উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের হিমাগারের উপযোগীতা যাচাইপূর্বক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ঃ

বাস্তবায়নে-	১। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	- আহবায়ক
	২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	- সদস্য
	৩। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা	- সদস্য
	৪। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
	৫। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাউয়ার সোসাইটি	- সদস্য
	৬। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	- সদস্য সচিব

- উপরোক্ত কমিটি আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ যাচাইপূর্বক সুপারিশসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করবে।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ ফুলের বিপণন অবকাঠামো তৈরি, বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন, ফুলের বিপণন, ফুল চাষীদের ঋণ প্রদান এবং ফুল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ঃ

১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা	- আহবায়ক
২। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা	- সদস্য
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	- সদস্য
৪। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা	- সদস্য
৫। উপ প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	- সদস্য
৬। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি	- সদস্য
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	- সদস্য সচিব

- উপরোক্ত কমিটি আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ যাচাইপূর্বক সুপারিশসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করবে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ সিদ্ধান্ত-১ ও সিদ্ধান্ত-২ মোতাবেক গঠিত ০২টি কমিটির সুপারিশসমূহ প্রাপ্তির পর ফুল রপ্তানীতে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করতে হবে।

বাস্তবায়নে- কৃষি মন্ত্রণালয়।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/১০/২০১৫
(মোঃ মোশারফ হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়।

নং-১২.০৫২.০৩২.০০.০০.০০৮.২০১৫-১২৪৮ তারিখ ঃ ০৯ নভেম্বর ২০১৫।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৯। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১৪। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৫। উপ প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৬। বেগম মাহবুবা মুনমুন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফুল ও ফল), হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭। জনাব মোঃ সায়েমুর রশিদ খান, সহকারী প্রধান, নীতি-৪ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৮। জনাব এম. আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ারস্ গ্রোয়ারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাড়ী নং-৬২৫/১, রোড নং-৪, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি লিঃ, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৯। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি, গদখালি, ঝিকরগাছা, যশোর (ঢাকাস্থ ঠিকানা-রোড নং-৮, বাড়ী নং-৩, জনতা হাউজিং, উত্তর কাফরুল, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা)।

২০। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

২১। যুগ্ম-সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫৮৮৫৩
ই-মেইল ঃ sasexten1@moa.gov.bd